DAWAT-E-ISLAMI

রিসালা নং: ১৩০

অসুস্থ আবিদ

(বিভিন্ন রোগের ৭৮টি রূহানী চিকিৎসা সম্বলিত)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	শিরা চমকে যাওয়ার ফযীলত	১৮
অসুস্থ আবিদ	৩	পেটের অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করার ফযীলত	১৯
অসুস্থতা অনেক বড় নেয়ামত	৪	রোগাক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদদের পরিচয় কতিপয় রোগে মৃত্যুবরনকারী শহীদ	১৯
অসুস্থতায় মু'মিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য	৫		
আঘাত পাওয়ার সাথে সাথে হাঁসতে লাগলেন(ঘটনা)	৬	রোগীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার সাওয়াব	২০
মুসিবত গোপন করার ফযীলত	৭	**রোগীকে দোয়ার জন্য বলুন**	২০
চোয়ারের দাঁতের ব্যথার কারণে ঘুমাতে পারেননি!(ঘটনা)	৭	**সমবেদনা প্রকাশ করার সময় একটি সুন্নাত**	২১
		সমবেদনা প্রকাশ করার মধ্যে ৭বার পাঠ করার দোয়া	২১
রোগীর জন্য উপহার	৮		
অসুস্থতার ফযীলতের উপর ৫টি ফরমানে মুস্তফা ﷺ	৯	**সমবেদনা প্রকাশ করা প্রসঙ্গে ৭টি মাদানী ফুল**	২২
		অসুস্থতা ও মিথ্যা	২২
বিনা রোগে মৃত্যু	৯	**সামান্য অসুস্থতাকে কঠিন অসুখ বলার ব্যাপারে মিথ্যার ৬টি উদাহরণ**	২৩
এক রাতের জ্বরের সাওয়াব	১০		
জ্বর কিয়ামতের আগুন থেকে বাঁচাবে	১০	কষ্টে থাকা সত্ত্বেও নেকীতে ভরা উত্তরের উদাহরণ	২৪
জ্বরকে মন্দ বলোনা	১১	কুশল বিনিময়ের জবাবে মিথ্যা বলার ৯টি উদাহরণ	২৫
প্রিয় নবী ﷺ এর দুই পুরুষের সমান জ্বর আসত	১১	**اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলার এক নিয়্যত**	২৬
আমি তো কখনো কারো অমঙ্গল চাইনি!	১২	**রোগীকে শান্তনা দিতে গিয়ে বলা হয় এমন ১৩টি মিথ্যার উদাহরণ**	২৭
রোগী ও কুফরী বাক্য	১২		
সাওয়াব লাভের আশায় জ্বর চেয়ে নিল(ঘটনা)	১৩	রোগীর মিথ্যা বলার ১৩টি উদাহরণ	২৮
আল্লাহ্‌র রাস্তায় মাথা ব্যথার উপর ধৈর্যধারণের ফযীলত	১৪	রোগের ৭৮টি রূহানী চিকিৎসা	২৯
		জ্বরের ৪টি রূহানী চিকিৎসা	২৯
ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী ও মাদানী কাফেলার মুসাফিরদের জন্য সুসংবাদ	১৫	এমন জ্বরের রূহানী চিকিৎসা যা ঔষধে যায় না (সারে না)	৩০
মাথায় ব্যথা হওয়ার কারণে শুকরিয়া স্বরূপ ৪০০ রাকাত নফল নামায(ঘটনা)	১৫	ঘুম না আসার ২টি রূহানী চিকিৎসা	৩০
		প্রাণীর কামড় ও এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার ৩টি রূহানী চিকিৎসা	৩১
জ্বর ও মাথা ব্যথা বরকতময় দু'টি রোগ	১৫		
জান্নাতী মহিলা(ঘটনা)	১৬	জ্বিনের প্রভাবের ৩টি রূহানী চিকিৎসা	৩১
ঔষধ সেবন করাও সুন্নাত এবং দোয়া করাও সুন্নাত	১৭	শোয়ার সময় কোন কিছু বিরক্ত করলে বা	৩২
মৃগী রোগের রূহানী চিকিৎসা	১৮	যাদুর ২টি রূহানী চিকিৎসা	৩২

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্যারালাইসিস ও মুখ বাঁকা হওয়া রোগের ২টি রূহানী চিকিৎসা	৩৩
হেপাটাইটিসের রূহানী চিকিৎসা	৩৪
জন্ডিসের (JAUNDICE) ৪টি রূহানী চিকিৎসা	৩৪
দাঁতের ব্যথার ২টি রূহানী চিকিৎসা	৩৫
দাঁতের ব্যথার অভিনব আমল	৩৫
পিত্তথলী ও কিডনীর পাথরের রূহানী চিকিৎসা	৩৬
কাঁচা পেপের মাধ্যমে প্লীহা ও পিত্তের পাথরের রূহানী চিকিৎসা	৩৬
কিডনী এবং প্রস্রাব জনিত রোগের রূহানী চিকিৎসা	৩৬
কিডনীর রোগের জন্য ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্র	৩৭
প্রস্রাবে রক্ত আসার রূহানী চিকিৎসা	৩৮
নাভীর রূহানী চিকিৎসা	৩৮
স্বপ্নদোষের ২টি রূহানী চিকিৎসা	৩৮
চক্ষু রোগের ৩টি রূহানী চিকিৎসা	৩৯
কানের ব্যথার রূহানী চিকিৎসা	৪০
সর্দি কফের রূহানী চিকিৎসা	৪০
হৃদ কম্পন বেড়ে যাওয়ার রূহানী চিকিৎসা	৪০
হৃদপিণ্ডের ছিদ্রের রূহানী চিকিৎসা	৪০
বদনযরের ৩টি রূহানী চিকিৎসা	৪১
বদনযর ও ব্যথার রূহানী চিকিৎসা	৪১
বদনযর ও সব ধরনের অনিষ্টতা থেকে বাচ্চাদের হিফাজতের জন্য	৪১
মৃগীর ৩টি রূহানী চিকিৎসা	৪২
মাথার চুল ঝরে পড়ার রূহানী চিকিৎসা	৪২
মাথার টাক দূর করার আমল	৪৩
ফোস্কার রূহানী চিকিৎসা	৪৩
ক্ষতিকর রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার রূহানী ব্যবস্থাপত্র	৪৩
কোমরের ব্যথার রূহানী চিকিৎসা	৪৩
অর্ধ বা পূর্ণ মাথা ব্যথার ৫টি রূহানী চিকিৎসা	৪৪
মাথা ব্যথা, মাথা চক্কর দেয়া এবং মস্তিস্কে দুর্বলতার রূহানী চিকিৎসা	৪৫
ধর্মীয় পরীক্ষায় সফলতার জন্য	৪৫
বিপদাপদ, রোগ সমূহ, রোজগারহীনতার ২টি রূহানী চিকিৎসা	৪৬
স্বামীকে নেক্‌কার ও নামাযী বানানোর জন্য	৪৬
ক্যান্সারের ৪টি রূহানী চিকিৎসা	৪৭
প্রতিদিন পেস্তা খান আর নিজেকে ক্যান্সার থেকে বাঁচান	৪৮
স্মরণশক্তির জন্য ৪টি ওযীফা	৪৮
স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা	৪৯
বাচ্চার মানসিক দূর্বলতার রূহানী চিকিৎসা	৪৯
এপেন্ডিসের রূহানী চিকিৎসা	৫০
বদনযরের রূহানী চিকিৎসা	৫০
ব্লাড প্রেসারের ২টি দেশীয় চিকিৎসা	৫১
তথ্যসূত্র	৫২

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অসুস্থ আবিদ

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রোগ সহ্য করার অনুভূতি দ্বিগুন বেড়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে লোকেরা! নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে।" **(আল ফেরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮১৭৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অসুস্থ আবিদ

হযরত সায়্যিদুনা ওহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে উদ্ধৃত; দুইজন আবিদ (অর্থাৎ ইবাদতকারী) পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদতে মগ্ন ছিলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

৫০তম বছরের শেষের দিকে তাদের মধ্যে থেকে একজন আবিদ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আহাজারি করে এমনভাবে ফরিয়াদ করতে লাগলেন: হে আমার পাক পরওয়ারদেগার! আমি এত বছর পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে তোমার হুকুম মেনেছে, তোমার ইবাদতে মশগুল ছিলাম। তারপরও তুমি আমাকে রোগে আক্রান্ত করে দিলে, এর মধ্যে কি হিকমত রয়েছে? হে আমার মাওলা! আমিতো পরীক্ষায় পড়ে গেছি। **আল্লাহ্ তাআলা** ফেরেশতাকে আদেশ দিলেন: তাকে বলে দাও, তুমি আমারই প্রদত্ত দয়া ও সাহায্যের মাধ্যমে ইবাদত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছ, বাকী রইল অসুস্থতা। আমি তোমাকে আবরারের (বুযুর্গদের উচ্চ স্থান) মর্যাদায় পৌঁছানোর জন্য অসুস্থ করেছি। তোমার পূর্ববর্তী লোকেরা অসুস্থ ও মুসিবতের প্রত্যাশী ছিল। আর আমি তা না চায়তেই তোমাকে দিলাম (অথচ তুমি আহাজারী করছ)। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ২য় খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)**

অসুস্থতা অনেক বড় নেয়ামত

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অসুস্থতা অনেক বড় নেয়ামত, এর উপকারীতা অনেক বেশি। প্রকাশ্যভাবে যদিও অসুস্থ ব্যক্তির অনেক কষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর মধ্যে প্রশান্তি ও কল্যাণের বড় ভান্ডার অর্জিত হয়। এই প্রকাশ্য অসুস্থতাকে লোকেরা যেভাবে অসুস্থতা মনে করে প্রকৃত পক্ষে এটা (শারিরীক অসুস্থতা) আত্মার অসুস্থতার এক বড় মজবুত চিকিৎসা। প্রকৃত আত্মার অসুস্থতা হল, (উদাহরণস্বরূপ- দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, সম্পদের লোভ, কৃপণতা, অন্তরের কঠোরতা ইত্যাদি) এগুলো অবশ্য খুব ভয়ানক জিনিষ আর এসবকেই ধ্বংসাত্মক রোগ মনে করা উচিত।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

ইয়ে তেরা জিছিম জু বিমারী হে তাশবীষ না কর,
ইয়ে মরজ তেরে গুনাহো মিটা জাতা হে।
আছল বরবাদ কুন আমরায গুনাহো কি হে,
ভাই কিউ ইছ কো ফারামোশ কিয়া জাতা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অসুস্থতায় মু'মিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন: "মু'মিন যখন অসুস্থ হয় অতঃপর যখন সুস্থ হয় তবে তার এই অসুস্থতা তার পূর্বের সমস্ত গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায় এবং আগামীর জন্য নসীহত স্বরূপ। আর মুনাফিক যখন অসুস্থ হয় অতঃপর সুস্থ হয় তবে এর উদাহরণ উটের মত, মালিক তাকে বাঁধল অতঃপর খুলে দিল। তার এটা জানা নেই যে, কেনইবা বাঁধল আর কেনইবা খুলল।"

(আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩০৮৯)

হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা: প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাপারে মীরআত, ২য় খন্ডের, ৪২৪ পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণনা করেন: কেননা, মু'মিন অসুস্থতার মধ্যে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে। তিনি মনে করেন এই অসুস্থতা আমার কোন গুনাহের কারণে এসেছে। হয়তো এটা আমার শেষ রোগ, যেটার পর মৃত্যু এসে যাবে। তাই তার সুস্থতা লাভের সাথে সাথে মাগফিরাতও অর্জিত হয়। অথচ তখন উদাসীন, মুনাফিক এটা মনে করে যে, অমুক কারণে আমার রোগ হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ-

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

অমুক জিনিষ খাওয়ার কারণে, ঋতু পরিবর্তনের কারণে রোগ হয়েছে, আজকাল এই রোগের বাতাস বইছে ইত্যাদি। আর অমুক ঔষধ খেয়ে ভাল লেগেছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে ফেঁশে যায়। مُسَبِّبُ الْاَسْبَاب (অর্থাৎ কারণ সৃষ্টিকারী **আল্লাহ্ তাআলার**) প্রতি দৃষ্টিই থাকেনা। তাওবা করে না, আর নিজের গুনাহের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনাও করে না। (মীরআতুল মানাজীহ)

মরজ উসীনে দিয়া হে দাওয়া ওহি দেগা,
করম ছে ছাহে গা জবভী শীফা ওহি দেগা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আঘাত পাওয়ার সাথে সাথে হাঁসতে লাগলেন (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ফাতাহ মুছিলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সম্মানীত স্ত্রী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا একবার খুব জোরে নিচে পড়ে গেলেন। যার কারণে তার নখ মোবারক উপড়ে গেল। কিন্তু ব্যথায় হা-হুতাশ করার পরিবর্তে হাসতে লাগলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল: আঘাতে ব্যথা হচ্ছেনা? বললেন: ধৈর্যধারণ কারার বিনিময়ে অর্জিত সাওয়াবের খুশীতে আমার আঘাতের কথা খেয়ালই আসছে না। (আল মাজামালাসাতু লীদদাইনাওয়ারি, ৩য় খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

আমীরুল মু'মিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাজা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** মহত্ব ও মারিফাতের হক হল এটাই যে, তুমি তোমার কষ্টের অভিযোগ করবে না, মুসিবতের আলোচনা করবে না। কোন প্রয়োজন ছাড়া অসুস্থতা ও পেরেশানী অন্যের কাছে প্রকাশ করা ধৈর্যের পরিপন্থী । আফসোস! সামান্য সর্দি বা মাথা ব্যথা হলে কিছু লোক সকলকে অযথা বলে বেড়ায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

টুঠে গো ছর পে কোহে ভালা সবর কর, এ মুবাল্লিগ না তু ডগমগা সবর কর।
লবপে হরফে শিকায়াত না লা সবর কর, হাঁ ইয়েহি সুন্নাতে শাহে আবরার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুসিবত গোপন করার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অসুস্থতা ও মুসিবতের উপর অভিযোগ করার পরিবর্তে ধৈর্যের অভ্যাস গড়ে তুলুন। অভিযোগ করার দ্বারা মুসিবত দূর হয়ে যায়না। বরং অধৈর্য হয়ে গেলে ধৈর্যের ফলটা শেষ হয়ে যায়। কোন প্রয়োজন ছাড়া রোগ ও মুসিবতের কথা প্রকাশ করাটা ভাল কথা নয়। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, শাহে বণী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার সম্পদে বা প্রাণে মুসিবত আসে, অতঃপর সে যদি তা গোপন রাখে আর লোকদের কাছে এই ব্যাপারে অভিযোগ না করে। তবে **আল্লাহ্ তাআলার** হক হচ্ছে, তার মাগফিরাত করে দেওয়া।"

(মুজামু আউসাত, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৩৭)

চোয়ালের দাঁতের ব্যথার কারণে ঘুমাতে পারেননি! (ঘটনা)

হুজ্জাতুল ইসলাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আহনাফ বিন কাইছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একবার আমার চোয়ালের দাঁতে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হয়, যার কারণে আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। তার পরের দিন আমি আমার চাচাজানের কাছে এই ব্যাপারে অভিযোগ করি, যে আমি চোয়ালের দাঁতের ব্যথার কারনে সারা রাত ঘুমাতে পারিনি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

একথা আমি তিনবার পূনরাবৃত্তি করলাম। এটা শুনে তিনি বললেন: শুধু একটি রাতে সংগঠিত তোমার চোয়ালের দাঁতের ব্যথা হওয়ার কারণে তুমি এতবেশি অভিযোগ করে বসেছ। অথচ আমার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে আজকে ত্রিশ বছর হয়েছে যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের জানা হয়ে যায় কিন্তু নিজের মুখে আমি কখনো কাউকে এই ব্যাপারে অভিযোগ করিনি। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)** **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রোগীর জন্য উপহার

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন কোন বান্দা অসুস্থ হয়ে যায়, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার কাছে দু'জন ফিরিশতা প্রেরণ করেন, যে গিয়ে দেখ আমার বান্দা কি বলে। রোগী যদি **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রশংসা করেন যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে, তবে ফিরিশতা **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে গিয়ে তার এই বাণী পেশ করে। অথচ **আল্লাহ্ তাআলা** ভাল জানেন এবং **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: যদি আমি এই বান্দাকে এরোগের মধ্যে মৃত্যু দিই, তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যদি সুস্থ করি, তবে তাকে আগের (অবস্থা) থেকে ভাল মাংস ও রক্ত প্রদান করব। আর তার গুনাহকে ক্ষমা করে দিব।"

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২য় খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

অসুস্থতার ফযীলতের উপর ৫টি ফরমানে মুস্তফা ﷺ

(১) "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** তার বান্দাকে অসুস্থতার মাঝে লিপ্ত রাখেন, যতক্ষণ না তার সমস্ত গুনাহ মোছন করে দেওয়া হয়।"

(আল মুসতাদরাক, ১ম খন্ড, ৬৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩২৬)

(২) "যখন মু'মিন অসুস্থ হয়, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করেন যেমনভাবে বাট্টি লোহা থেকে মরিচা পরিস্কার করে থাকে।" **(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ৪র্থ খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪২)**

(৩) "যখন **আল্লাহ্ তাআলা** কোন মুসলমানকে শারীরিক কষ্টে লিপ্ত রাখেন, তখন ফিরিশতাকে বলেন: যে নেক আমল সে সুস্থ থাকাবস্থায় করত তা এখন তার জন্য লিখে দাও। অতঃপর যদি **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে সুস্থতা প্রদান করেন, তখন তার গুনাহ্ মুছে যায় এবং সে পবিত্র হয়ে যায়। আর যদি তার মৃত্যু এসে যায়, তবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তার উপর দয়া করা হয়।" **(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৫০৫)**

(৪) "রোগীর গুনাহ এভাবে ঝরে, যেভাবে গাছের পাতা ঝরে।"

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ৪র্থ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৬)

(৫) "**আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: যখন আমি আমার কোন বান্দার চোখ নিয়ে নিই, আর সে তাতে যদি ধৈর্যধারণ করে, তবে সে চোখের পরিবর্তে তাকে জান্নাত প্রদান করব।" **(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৬৫৩)**

বিনা রোগে মৃত্যু

তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সময়ে এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হয়ে গেল। তখন কেউ বলল: এ কত বড় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে রোগ ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** "তোমার উপর আফসোস! তুমি কি জান না যে, যদি **আল্লাহ্ তাআলা** কাউকে রোগে আক্রান্ত করেন, তখন তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"

(মুয়ত্তা ইমাম মালেক, ২য় খন্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮০১)

এক রাতের জ্বরের সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জ্বরে অবশ্যই মানুষের শারীরিক কষ্ট হয়, কিন্তু আখেরাতের অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে। এই কারণে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে অভিযোগ করার পরিবর্তে ধৈর্যধারণ করে সাওয়াব অর্জন করা উচিত। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; যে এক রাত ব্যাপী জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং তার উপর ধৈর্যধারণ করে আর **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর সন্তুষ্ট থাকে, তখন সে তার গুনাহ থেকে এভাবে বের হয়ে যায় যেভাবে তার মা তাকে ঐ দিনই জন্ম দিয়েছে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৮৬৮)

জ্বর কিয়ামতের আগুন থেকে বাঁচাবে

হুযুর তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন: "তোমাকে সুসংবাদ যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন: জ্বর আমার আগুন, এজন্য এটাকে আমি আমার মু'মিন বান্দার উপর দুনিয়াতে প্রয়োগ করি। যাতে কিয়ামতের দিন তার আগুনের অংশটা ঐ আগুনের বদলা হয়ে যায়।" **(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৪৭০)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

জ্বরকে মন্দ বলোনা

সুলতানে দোআলম, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সায়িব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর পাশে তাশরীফ আনলেন। ইরশাদ করলেন: "তোমার কি হল যে, তুমি কাঁপছ?" জবাবে আরয করলেন: জ্বর এসেছে, **আল্লাহ্ তাআলা** এতে বরকত না দিক। এ ব্যাপারে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জ্বরকে মন্দ বলোনা, কারণ এটা বান্দার গুনাহগুলোকে এভাবে দূর করে যেভাবে বাট্টি লোহা থেকে মরিচাকে দূর হয়।" **(মুসলিম, ১৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৭৫)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাপারে বলেন: অসুস্থতা এক বা দুই অঙ্গে হয়ে থাকে। কিন্তু জ্বর মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রত্যেকটি রগে প্রভাব ফেলে। একারণে এটা (জ্বর) সম্পূর্ণ শরীরের ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করিয়ে দেয়। **(মীরআতুল মানাজীহ, ২য় খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা)**

ইয়ে তেরা জিছিম জু বীমার হে তাশবীশ না কর,
ইয়ে মরজ তেরে গুনাহ কো মীটা জাতা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ এর দুই পুরুষের সমান জ্বর আসত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি বারগাহে রিসালাতে উপস্থিত হলাম। আর যখন আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্পর্শ করলাম, তখন আরয করলাম:

www.dawateislami.net

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার তো প্রচণ্ড জ্বর। উত্তরে তিনি ইরশাদ করলেন: "আমার তোমাদের দুইজন পুরুষের সমান জ্বর আসে।" আমি আরয করলাম: এজন্য কি আপনার সাওয়াব দ্বিগুন হয়ে থাকে? তিনি ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ।" (মুসলিম, ১৩৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৭১)

আমি তো কখনো কারো অমঙ্গল চাইনি!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু লোক রোগ ও পেরেশানীতে অধৈর্য প্রকাশ করে এরূপ বলতে শোনা যায় যে "আমি তো কখনো কারো অমঙ্গল চাইনি, কারো কোন ক্ষতি করিনি তারপরও কেন এই মুসীবত।" এ ধরণের ব্যক্তিদের জন্য হাদীসে পাকের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষা রয়েছে; নিঃসন্দেহে আমাদের **মাসুম (নিষপাপ) প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কারো কোন ক্ষতি করেননি, তারপরও তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বিগুন জ্বর আসত। অতএব জানা গেল, অন্যের ক্ষতি করার কারণে রোগ বা পেরেশানী আসে না। এমনকি রোগ ও পেরেশানীতে মুসলমানদের সাওয়াবের ভান্ডার অর্জিত হয়। গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করিয়ে দেয় এবং ধৈর্যধারণকারী মুসলমানদের জান্নাতের হকদার বানিয়ে দেয়।

রোগী ও কুফরী বাক্য

অনেক সময় মূর্খ্য অসুস্থ ব্যক্তি রোগ ও মুসিবতে বিরক্ত হয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** উপর অভিযোগ করে কুফরী বাক্য বলে দেয়। নিঃসন্দেহে এতে তার মুসিবত ও রোগ তো দূর হয়না বরং উল্টো তার আখিরাত নষ্ট হয়ে যায়। মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত কিতাব "কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর ১৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

যদি কেউ অসুস্থতা, রোজগারহীনতা, দারিদ্রতা বা কোন মুসিবতের কারণে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি অভিযোগ করে বলল: "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি কেন জুলুম করছ? অথচ আমি তো কোন গুনাহই করিনি।" তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

জবা পর শিকওয়ায়ে রঞ্জ ও আলম লায়া নেহী করতে,
নবী কে নাম লেওয়া গম ছে গাবরায়া নেহী করতে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাওয়াব লাভের আশায় জ্বর চেয়ে নিল(ঘটনা)

সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাওয়াব অর্জনের আগ্রহের প্রতি শত-কোটি মারহাবা! সাওয়াব লাভের জন্য দোয়া করে জ্বরে আক্রান্ত হলেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; এক মুসলমান আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা যে সমস্ত রোগে আক্রান্ত হই এতে আমাদের জন্য কি (ফযীলত) রয়েছে? ইরশাদ করলেন: "(এই রোগ সমূহ গুনাহের) কাফ্ফারা স্বরূপ।" হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি রোগের মাত্রা কম হয়? ইরশাদ করলেন: যদি একটি কাঁটাও বিদে বা অন্য কোন কারণে কষ্ট পায়। তখন হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের জন্য এই দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ্**! মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জ্বর আমার থেকে যেন পৃথক না হয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

আর এই জ্বর আমাকে যেন হজ্ব, ওমরা, **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় জিহাদ এবং নামায জামাআত সহকারে আদায় করার মধ্যে বাধা সৃষ্টি না করে। অতঃপর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত যেই তাকে স্পর্শ করত জ্বরের তাপ অনুভব করত। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১১৮৩) **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নিঃসন্দেহে মুসলমানদের জন্য অসুস্থতা ও পেরেশানীতে উভয় জগতের জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে। জ্বর হোক বা অন্য কোন রোগ বা মুসিবত এর দ্বারা গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায় এবং জান্নাতের সরঞ্জাম তৈরী হয়।

বুখার তেরে লিয়ে হে গুনাহ কা কাফ্ফারা,
করেগা সবর তো জান্নাত কা হোগা নাজ্জারা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্‌র রাস্তায় মাথা ব্যথার উপর ধৈর্যধারণের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, শাহে্ বণী আদম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হয় অতঃপর ধৈর্যধারণ করে, তবে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (মুসনাদুল বাজ্জারাজ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী ও মাদানী কাফেলার মুসাফিরদের জন্য সুসংবাদ

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফরকারীদের কি মর্যাদা! এই হাদীসে পাকের অধীনে মুজাহিদরা ছাড়াও, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনকারী, হজ্ব ও ওমরার জন্য গমনকারী এবং সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য সফরকারী আশেকানে রাসূলরাও এতে অন্তর্ভূক্ত। কেননা এগুলো **আল্লাহ্**র রাস্তায় হয়ে থাকে। তাই তাদের মধ্যে কারো যদি মাথা ব্যথা হয়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার পূর্বের গুনাহ (সগীরা) ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

মাথায় ব্যথা হওয়ার কারণে শুকরিয়া স্বরূপ ৪০০ রাকাত নফল নামায(ঘটনা)

বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা ফাতাহ মওছেলি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাথায় ব্যথা শুরু হয়, তখন তিনি খুশি হয়ে বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ঐ রোগ দিয়েছেন, যা আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ السَّلَام কে দেওয়া হতো। এই কারণে এখন তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি ৪০০ রাকাত নফল নামায আদায় করবো। **(১৫২ রহমত ভরি হেকায়াত, ১৭১ পৃষ্ঠা)**

জ্বর ও মাথা ব্যথা বরকতময় দু'টি রোগ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, "মলফুজাতে আ'লা হযরত" এর ১১৮ পৃষ্ঠায় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

মাথা ব্যথা ও জ্বর দুটি এমন মোবারক রোগ, যা আম্বীয়ায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ السَّلَام হতো। এক **আল্লাহ্**র ওলীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাথা ব্যথা শুরু হয়। তিনি এর শুকরিয়া স্বরূপ সারারাত নফল নামায আদায় করে অতিবাহিত করলেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ঐ রোগ দিয়েছেন যা নবীগণের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ السَّلَام হতো। اَللّٰهُ اَكْبَرُ! এখনতো (সাধারণ লোকদের) এই অবস্থা যে, যদিও নামে মাত্র ব্যথা অনুভব হয়, তবে এই ধারণা করেন যে, তাড়াতাড়ি নামায আদায় করে নিই। অতঃপর বললেন: প্রত্যেক রোগ বা ব্যথা শরীরের যে জায়গায় হয়, তা অধিক কাফ্ফারা ঐ স্থানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যেটার বিশেষ সম্পর্ক এটার সাথে রয়েছে। কিন্তু জ্বর এমন রোগ যা সম্পূর্ণ শরীরে অনুপ্রবেশ করে, যেটা দ্বারা **আল্লাহ্ তাআলা**র হুকুমে সমস্ত শিরা উপশিরার গুনাহ্ বের হয়ে যায়। (মলফুজাতে আ'লা হযরত, ১১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতী মহিলা(ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আ'তা বিন আবু রাবাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا আমাকে বললেন: আমি কি তোমাকে এক জান্নাতী মহিলা দেখাবনা? আমি বললাম: অবশ্যই দেখান। বললেন: এই কালো মহিলাটি, সে **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার মৃগী রেগে[২] আক্রান্ত,

[২] একটি রোগ যার দ্বারা অঙ্গপ্রতঙ্গে খিচুনি আসে।

www.dawateislami.net

যার কারণে আমি (বেহুশ হয়ে) পড়ে যায় এবং আমার পর্দা খুলে যায়। এর জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে আমার জন্য দোয়া করুন। ইরশাদ করলেন: "যদি তুমি চাও ধৈর্য ধারণ করতে পার। আর তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর তুমি যদি চাও যে, আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে দোয়া করব যেন তুমি সুস্থ হয়ে যাও।" সে আরয করল: আমি ধৈর্যধারণ করব। পূনরায় আরয করলেন: (মৃগীর রোগের যখন খিচুনি উঠে) তখন আমার পর্দা খুলে যায়। **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে দোয়া করুন যেন আমার পর্দা না খুলে যায়। তারপর তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটার জন্য দোয়া করলেন।

(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৬৫২)

ঔষধ সেবন করাও সুন্নাত এবং দোয়া করাও সুন্নাত

প্রখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মীরআত, ২য় খন্ডের, ৪২৭ পৃষ্ঠায় বলেন: ঐ মোবারক মহিলার নাম 'সূয়াইরা' বা 'সুকাইরা' رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا যিনি বিবি খাদীজা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর চুলে চিরুনী করার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। (লুমআত ও মিরকাত) (মৃগী হওয়া অবস্থায় পড়ে যায় আর আমার পর্দা খুলে যায়) এই ব্যাপারে মুফতী সাহেব বলেন: অর্থাৎ পড়ে গিয়ে আমার সারা শরীরের কোন হুশ থাকেনা। উড়না ইত্যদি সরে যায়। আশংঙ্কা হচ্ছে, বেহুশ অবস্থায় কখনও আবার সতর খুলে না যায়। সামনে অগ্রসর হয়ে **সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে ঐ সাহাবীয়ার "সুস্থতা বা ধৈর্যের" স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে মুফতী সাহেব বলেন: এতে ইঙ্গিত স্বরূপ জানা গেল, কখনো অসুস্থতার মধ্যে ঔষধ আর মুসিবতের জন্য দোয়া না করাটা সাওয়াবের কাজ এবং ধৈর্যের অন্তর্ভূক্ত, এর নাম আত্মহত্যা নয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

বিশেষ করে যখন জানতে পারবে যে, এই মুসিবত **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। তাই হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নমরুদের আগুনে যাওয়ার সময় এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কারবালার প্রান্তরে এত বড় মহান পরীক্ষা থেকে পরিত্রাণের জন্য দোয়া করেননি। অন্যথায় সাধারণ ভাবে ঔষধ সেবন করাও সুন্নাত এবং দোয়া করাও সুন্নাত। (মীরআতুল মানাজীহ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃগী রোগের রূহানী চিকিৎসা

সূরা শামস পাঠ করে মৃগী রোগের কানে ফুক দেয়া খুবই উপকারী।

(জান্নাতী যেওর, ৬০২ পৃষ্ঠা)

শিরা চমকে যাওয়ার ফযীলত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: আমি **নূরে মুজাস্সম, ছরওয়ারে আলম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যখন মু'মিনের শিরা চমকে যায়, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার একটি গুনাহ মোছন করে দেন, তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন এবং তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।"

(মুজামু আউসাত, ২য় খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

পেটের অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করার ফযীলত

মদীনার তাজেদার, শফীয়ে মাহশার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ قَتَلَهٗ بَطْنُهٗ لَمْ يُعَذَّبْ فِيْ قَبْرِهٖ" অর্থাৎ- যে ব্যক্তি পেটের অসুস্থতার কারণে মারা গেল, তার কবরের আযাব হবেনা।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৬৬)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ পেটের অসুস্থতায় মৃত্যুবরণকারী কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে। কেননা, সে দুনিয়ার মধ্যে এই রোগের কারণে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে। আর এই কষ্টটা কবরের কষ্ট দূরকারী হয়ে যায়। (মীরআত, ২য় খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা)

রোগাক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদদের পরিচয়

কতিপয় রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ

(১) পেটের অসুস্থতায় মৃত্যুবরণকারী। (এটার পাদটিকায় সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য পিপাসার্ত অর্থাৎ এটা এমন রোগ যাতে পেট বেড়ে যায়, আর খুব বেশি পিপাসা লাগে। অথবা ডায়রিয়া হওয়া **(MOTION)** উভয় উক্তি রয়েছে আর এই শব্দটা দুটোকে অন্তর্ভূক্ত করে। এই কারণে তাঁর অনুগ্রহে আশা করা যায় যে, দুই জনেই শাহাদাতের সাওয়াব পাবে।) (২) নিউমোনিয়ায় মৃত্যুবরণকারী। (৩) ফুসফুসের ক্ষত হয়ে যায়। আর মুখ থেকে রক্ত আসতে থাকে। এই রোগে মৃত্যুবরণকারী। (৪) জ্বরে মৃত্যুবরণকারী। (৫) মৃগী রোগে মৃত্যুবরণকারী।

www.dawateislami.net

(৬) যে রোগাক্রান্ত অবস্থায় لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ৪০ বার বলে। আর সে ঐ রোগে মারা যায়, তবে সে শহীদ। আর সে যদি সুস্থ হয়ে যায়, তবে তার ক্ষমা হয়ে যাবে।

(ব্যাখ্যার জন্য দেখুন- বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৫৭ থেকে ৮৬৩ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা)

রোগীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে আরয করলেন: রোগীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার কি প্রতিদান রয়েছে? তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: তার জন্য দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেওয়া হবে। যারা কবরে প্রতিদিন তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে থাকবে। এমনকি কিয়ামত এসে যাবে।

(আল ফেরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ৩য় খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৫৩৬)

রোগীকে দোয়ার জন্য বলুন

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট যাবে, তবে তাকে তোমার জন্য দোয়া করতে বলো। কেননা, তার দোয়া ফেরেস্তাদের দোয়ার মতো।" **(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৪১)**

www.dawateislami.net

সমবেদনা প্রকাশ করার সময় একটি সুন্নাত

হুযুর তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, নবীয়ে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক বেদুইনের সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য (তাশরীফ নিয়ে) গেলেন। তাঁর একটা পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, যখন কোন রোগীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য যেতেন তখন এটা বলতেন: "لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ الله অর্থাৎ কোন সমস্যার বিষয় নয়, **আল্লাহ্ তাআলা** যদি চান তো এই রোগ গুনাহ থেকে পবিত্রকারী।" এই বেদুইনকেও এটাই ইরশাদ করলেন: لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ الله। (বুখারী, ২য় খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬১৬)

সমবেদনা প্রকাশ করার মধ্যে ৭বার পাঠ করার দোয়া

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি এমন রোগীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করল যার মৃত্যুর সময় সন্নিকটে নয়। আর সে ৭বার এই বাক্যটি পাঠ করবে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ঐ রোগ থেকে আরোগ্য দান করবেন: اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ অর্থাৎ আমি সম্মানিত আরশে আযীমের মালিক **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে তোমার আরোগ্য লাভের প্রার্থনা করছি।"

(আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

সমবেদনা প্রকাশ করা প্রসঙ্গে ৭টি মাদানী ফুল

✻ রোগীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা সুন্নাত। ✻ যদি জানা থাকে যে, সমবেদনা প্রকাশ করতে গেলে তিনি বোঝা মনে করবেন, এমতাবস্থায় সমবেদনা প্রকাশ করতে যাবেনা। ✻ সমবেদনা প্রকাশ করতে গেলে রোগীর অবস্থা করুণ দেখলে তা রোগীর সামনে প্রকাশ করবেন না যে, তোমার অবস্থা খুবই খারাপ এবং মাথাও নাড়বেনা। যার দ্বারা অবস্থা খারাপ মনে করা হয়। ✻ তার সামনে এমন আলাপ করা উচিত যার দ্বারা তার অন্তরে ভাল মনে হয়। ✻ তার মনকে প্রফুল্ল্য রাখবে। ✻ তার মাথায় হাত রাখবেন না যতক্ষণনা তিনি চাইবেন না। ✻ ফাসেকের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করাও জায়েয। কেননা, সমবেদনা ইসলামের হক সমূহের মধ্যে অন্যতম, আর ফাসেকও মুসলমান। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৬তম খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অসুস্থতা ও মিথ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শত কোটি আফসোস! বড় নাজুক সময়! মিথ্যা বলার মত হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ থেকে বাঁচার মনমানসিকতা খুবই কমই দেখা যাচ্ছে। না **আল্লাহ্**র ভয় আছে, না **প্রিয় মুস্তফা**র লজ্জা আছে, না কবরের আযাবের ভয় আছে, না জাহান্নামের ভয় আছে, সব দিকে যেন মিথ্যা! মিথ্যা! আর ব্যাস মিথ্যার রাজত্ব। বিশ্বাস করুন রোগী হোক বা সেবাকারী, রোগী হোক বা কুশল বিনিময়কারী। আত্মীয়, বন্ধু হোক বা মহল্লাবাসী, যে দিকেই দেখবেন বেপরোয়া ভাবে মিথ্যা বলতে দেখা যায়।

www.dawateislami.net

যেহেতু এ রিসালাটি রোগীদের ব্যাপারে। তাই উম্মতের মঙ্গল কামনা জন্য অসুস্থতার কিছু পৃথক পৃথক বিষয়বস্তুর অধীনে বলা হয় এমন মিথ্যার কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হল:-

সামান্য অসুস্থতাকে কঠিন অসুখ বলার ব্যাপারে মিথ্যার ৬টি উদাহরণ

যে ধরণের অধিক কথা অতিশয়োক্তির প্রচলন রয়েছে, লোকেরা ঐ কথার উপরই ধারণা করে থাকে। তার প্রকৃত অর্থের উদ্দেশ্য নেয় না, তা মিথ্যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ এটা বলা যে, আমি তোমার কাছে হাজার বার এসেছি, অথবা হাজার বার তোমাকে এই কথা বলেছি। এখানে হাজারের সংখ্যা উদ্দেশ্য নয় বরং অনেক বার আসা ও বলা উদ্দেশ্য। এই শব্দটা এ পরিস্থিতিতে বলা যাবে না, যখন শুধু একবারই এসেছে বা একবারই বলেছে। আর এটা বলে দিয়েছে যে হাজার বার এসেছি তবে তা মিথ্যা হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৭০৫ পৃষ্ঠা) (১) অনেক সময় অসুস্থতার বিষয়ে আলাপ কালে এমন অতিশয়োক্তি করা হয় পরিবেশ ও প্রচলন লোকেরা অসুস্থতার সীমা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করেনা। উদাহরণস্বরূপ- কারো সামান্য অসুস্থতা হল তার ব্যাপারে বলা তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। এটা মিথ্যা। (২) ইজতিমা ইত্যাদিতে যদি প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। অথবা ঘটনাক্রমে কোন সামান্য অসুস্থতা ছিল, কিন্তু অনুপস্থিতির কারণ অসুস্থতা না হওয়া সত্ত্বেও বলা: আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম এই জন্য আসতে পারিনি। এই বাক্যে গুনাহে ভরা দু'টি মিথ্যা বিদ্যমান:- (ক) সামান্য অসুস্থতাকে কঠিন অসুস্থতা বলা

www.dawateislami.net

(খ) অসুস্থতাকে অনুপস্থিতির কারণ বানিয়ে দেওয়া, প্রকৃতপক্ষে কারণ আরেকটি ছিল। (৩) একইভাবে সামান্য জ্বর হয়েছে আর বলল: আমার এমন প্রচণ্ড জ্বর ছিল যে, সারারাত ঘুমাতে পারিনি। (৪) কাজের জন্য বলা হলে তো সামান্য ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও জান বাঁচার জন্য বলা: আমি খুব ক্লান্ত, অন্য কাউকে বল। হ্যাঁ, শুধু এতটুকু বলল: আমি ক্লান্ত। তা মিথ্যা হবে না। (৫) সামান্য ব্যথা হলে তখন বলা: আমার হাটুতে প্রচন্ড ব্যথা। (৬) আদালতের মামলা মোকাদ্দমায় শুনানী থেকে বাঁচার জন্য সামান্য অসুস্থতাকে বড় করে উপস্থাপন করা। উদাহরণস্বরূপ বলা: তার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, হৃদপিণ্ড ফেল্ হয়ে যেতে পারে ইত্যাদি।

কষ্টে থাকা সত্ত্বেও নেকীতে ভরা উত্তরের উদাহরণ

কুশল বিনিময়ের জন্য অনেক চিরচরিত প্রশ্নের বার বার সম্মুখীন হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ- কি অবস্থা? ভাল তো? সুস্থ তো? কেমন আছেন আপনি? স্বাস্থ্য কেমন? অবস্থা ভাল তো? ভাল আছেনতো? কোন পেরেশানি তো নেই? ইত্যাদি ইত্যাদি। অভিজ্ঞতা হল এটাই, সাধারণত প্রশ্নকারী শুধু বলার ক্ষেত্রে বলে থাকে, বাস্তবে যার থেকে কুশল জানা হয়েছে তার স্বভাবের মাঝে কোন আকর্ষণ থাকে না। এখন যদি যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে অসুস্থ ব্যক্তি, টেনশনের স্বীকার, কর্জ ও সমস্যায় যদি জর্জরিত হয়ে থাকে এবং অসুস্থতা ও দুঃখের ফাইল খুলে দেয় এবং পেরেশানীর তালিকা বর্ণনা করতে শুরু করে দেয়, তবে প্রশ্নকারী অর্থাৎ কুশল বিনিময়কারী তখন পরীক্ষায় পড়ে যাবে। তাই যার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হল তার উচিত **আল্লাহ্ তাআলার** নেয়ামতের কৃতজ্ঞতার নিয়্যত সহকারে বিভিন্ন নেয়ামত যেমন- ঈমানের সম্পদ লাভ,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দামনে হাতে থাকার কল্পনা করে এই ভাবে উত্তর দিয়ে সাওয়াব অর্জন করা:- (১) اَلْحَمْدُ لِلّٰه। (২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال (অর্থাৎ সর্বাবস্থায় **আল্লাহ্**র কৃতজ্ঞতা।) (৩) মালিকের অনেক দয়া। (৪) **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া ইত্যাদি। এভাবে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রদত্ত অন্যান্য নেয়ামতের মোকাবেলা নিজের কষ্টকে কম কল্পনা করে, **আল্লাহ্ তাআলা**র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিয়্যতে বা **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত লাভের আশায় বর্ণিত চার জবাব থেকে যে কোন একটি জবাব দেওয়া যেতে পারে। মনে রাখবেন! যদি অসুস্থতার প্রতি নযর থাকে, কিন্তু শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া اَلْحَمْدُ لِلّٰه, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال, মালিকের দয়া বা এই ধরণের কোন বাক্য বলা যার দ্বারা অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও ঐ রোগের ব্যাপারে সুস্থ থাকার ব্যাপারে বলা উদ্দেশ্য হয়, যার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তবে তা তখন এটা গুনাহে ভরা মিথ্যা হবে।

কুশল বিনিময়ের জবাবে মিথ্যা বলার ৯টি উদাহরণ

যখন কারো কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনার কি অবস্থা? তখন অবস্থা করুণ হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় এই ধরণের উত্তর পাওয়া যায়। (১) ভাল আছি, (২) খুব ভাল আছি, (৩) একদম ভাল, (৪) অবস্থা ফাষ্ট ক্লাস, (৫) খুব ভাল অবস্থা, (৬) কোন ধরণের সমস্যা নেই, (৭) খুশিতে আছি, (৮) সামান্যতম সমস্যাও নেই, (৯) খুব চমৎকার অবস্থায় আছি।

অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেওয়া উল্লেখিত ৯টি জবাব গুনাহে ভরা মিথ্যা। অবশ্য রোগীর জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা সঠিক নিয়্যত থাকে, তবে গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব।

www.dawateislami.net

কিন্তু সাধারণত কোন নিয়্যত ছাড়াই উল্লেখিত এবং এর সাথে সামান্য কৃত মিথ্যা জবাব সমূহ দেয়া হয়। যদি অসুস্থতার কথা স্মরণে নেই যেমনভাবে সাময়িকভাবে রোগ থেকে আরাম অনুভব করার ফলে, অনেক সময় মানুষ তার রোগের কথা ভুলে যায়, তবে এমন পরিস্থিতিতে ভাল আছি ইত্যাদি বলা গুনাহ নয়। অবশ্য সামান্য রোগে অসুস্থতাকে আলোচ্য বিষয় মনে না করে বা অধিকাংশ রোগ ঠিক হয়ে যাওয়া বা সামান্য পরিমাণ রয়ে যাওয়া অবস্থায় ভাল আছি বলতে অসুবিধা নেই। অবশ্য এমন পরিস্থিতিতে একদম ভাল আছি, খুব ভাল অবস্থা, খুব ভাল, বিন্দু পরিমাণও কোন সমস্যা নেই এই অর্থের আরো অন্যান্য শব্দাবলী বলা গুনাহে ভরা মিথ্যার মধ্যে গণ্য হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলার এক নিয়্যত

কেউ শারিরীক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করল, আর রোগী কোন নিয়্যত ছাড়াই মুখ থেকে অনিচ্ছায় বের হল: اَلْحَمْدُ لِلّٰه তবে এতে কোন সমস্যা নেই। অথবা রোগের দিকে দৃষ্টি দেয়া সত্ত্বেও ভাল আছি অর্থের মধ্যে নয় বরং সব সময় **আল্লাহ্ তাআলার** কৃতজ্ঞতা আদায় করার নিয়্যতে বলা: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال (অর্থাৎ- সর্বাবস্থায় **আল্লাহ্**র কৃতজ্ঞতা) তবে এমন পরিস্থিতিতেও মিথ্যা হবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

রোগীকে শান্তনা দিতে গিয়ে বলা হয় এমন ১৩টি মিথ্যার উদাহরণ

(যে কথা সত্যের বিপরীত তা হল মিথ্যা)

নিম্নে যে বাক্যগুলো দেয়া হচ্ছে, তা মিথ্যা ও হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এভাবে তার বলার মধ্যে বাঁচার অবস্থা হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তাই অপর কোন ব্যক্তি এই বাক্য বললে তবে আমরা তার ব্যাপারে গুনাহগার হওয়ার খারাপ ধারণা করব না। অবশ্য এই ধরণের বাক্য বলার সময় কথার সত্যতার উপর ও নিয়্যতের উপর খেয়াল রাখুন। বুঝানোর জন্য একটি উদাহরণ পেশ করছি: যেমন এক ব্যক্তি আমাদের সামনে তৈল, ঘি যুক্ত খাবার খেল, আর অপর ব্যক্তিকে বলল: আমি (তেল-ঘি যুক্ত খাবার খাওয়া থেকে) বেঁচে থাকছি। তবে অবশ্যক নয় যে, এটা বলা মিথ্যা। কেননা, হতে পারে ডাক্তার তাকে মাসে একবার এই ধরণের খাবার খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অথবা এই বাক্য বলার সময় বক্তার মনোযোগ খাবারের দিকে ছিলনা। এভাবে অন্যান্য বাক্যেও অনেক অবকাশ ও ধারণা থাকতে পারে।

(১) আপনি তো مَاشَآءَالله খুব সাহসী ও ধৈর্যশীল, (২) আপনি তো অনেক বড় বড় কষ্টের স্বীকার হয়েছেন, কিন্তু কখনো "উফ" পর্যন্ত বলেননি। (৩) আপনি তো সর্বদা ধৈর্যই ধরেছেন। (৪) বাহ্! বাহ্! আপনার চেহারায় সতেজ হয়ে গেছে। (৫) مَاشَآءَالله আপনি তো একদম সুস্থ হয়ে গেছেন! (৬) আপনাকে অসুস্থ মনে হচ্ছেনা! (৭) আপনার রোগ চলে গেছে। (৮) না, না, আপনার তো কিছুই হয়নি। (৯) মোবারক বাদ! আপনার সব রিপোর্ট স্বাভাবিক এসেছে।

www.dawateislami.net

(১০) মারাত্মক রোগ হওয়া সত্ত্বেও বলা, ভয়ের কোন কারণ নেই, ডাক্তার তো শুধুশুধু ভয় লাগিয়ে দেয়। (১১) অমুকের এই রোগ হয়েছে দু'দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেছে। তুমিও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে। (যে রোগীর ব্যাপারে বলা হচ্ছে তার বাস্তবে তার দুনিয়ায় কোন অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই) (১২) জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির শিরায় হাত রেখে জেনে বুঝে বলা: না ভাই না, তোমার তো জ্বরটর কিছুই নেই। (১৩) অন্তর সায় না দেওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র শান্তনা দেয়ার জন্য কঠিন রোগের ক্ষেত্রে বলা: ভাই তুমি ছোট রোগে মন ভেঙ্গে বসেছ!

রোগীর মিথ্যা বলার ১৩টি উদাহরণ

(যা সত্যের বিপরীত তা হল মিথ্যা)

(১) ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগ হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বলা: আমার নিজের রোগের ব্যাপারে কোন ভয় নেই। ব্যস! শুধু ছোট ছোট বাচ্চাদের চিন্তা। (২) আমার কাছে একেবারে সামর্থ্য নেই, আমি চিকিৎসার খরচ একেবারে চালাতে পারবনা। (অথচ বড় অঙ্কের টাকা জমা করে রেখেছে) (৩) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও লোকদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য বলা: আমার খাওয়ার টাকাও নেই, চিকিৎসার জন্য টাকা পাব কোথায়! (৪) আমি পুরোপুরি (দাওয়াতে গিয়ে খাবার খাওয়া) বেঁচে থাকছি (অথচ কোথাও দাওয়াত থাকলে 'জনাব' সবার আগে গিয়ে পৌঁছেন) (৫) ডাক্তার সাহেব! সময় মত ঔষধ খাচ্ছি। (অথচ খুবই বিরক্ত বোধ করে থাকে) (৬) ডায়াবেটিস রোগীর কথা, আমি তো মিষ্টি জাতীয় খাবার চেটেও দেখি না। (অথচ বেচারা মিষ্টি জাতীয় খাবার ছাড়তেও পারছেনা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

(৭) কোন ভারী ওজনের লোককে ওজন কমানোর সহানুভূতিপূর্ণ পরামর্শে তার কাছ থেকে শোনা যায়: আমি খাবার-দাবারে খুবই সতকর্তা অবলম্বন করছি। (অথচ রসালো মাংস বা ভূনা মাংস, শরবত বা ঠান্ডা পানিয়, কোরমা হোক বা বিরিয়ানি, কাবাব হোক বা চমুচা যা তার সামনে আসে তবে খেয়ে নেয়, অবশিষ্ট থাকে না) (৮) রোগের দিকে মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও বলা: খুবই সুস্থ আছি। (৯) আমি অসুস্থ নই। (১০) মুখে অভিযোগের পাহাড় উপস্থাপন করার পর বলা: আমি ধৈর্যের আঁচল হাত থেকে ছাড়িনি। (এটা গুনাহে ভরা মিথ্যা তখনিই হবে যখন বলার সময় ধৈর্যের পরিচয়ের দিকে মনোযোগ থাকে) (১১) সীমাহীন কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বলা: না, না, আমার কোন কষ্ট হচ্ছেনা! (১২) আমার অসুস্থতার জন্য দুঃখ নেই। আমার সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রতি আফসোস হচ্ছে। (১৩) ফ্রি চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করার পর বলা: চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ আমি নিজেই বহন করেছি, কেউ একটুও সহযোগীতা করেনি।

রোগের ৭৮টি রূহানী চিকিৎসা

(বর্ণিত কবিরাজী ও দেশীয় চিকিৎসা নিজের ডাক্তারের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে করুন)

জ্বরের ৪টি রূহানী চিকিৎসা

(১) জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি বেশি পরিমাণে بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْر পাঠ করতে থাকুন।

(২) প্রচণ্ড জ্বর হলো يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ৪৭বার লিখে বা লিখিয়ে প্লাষ্টিক বাঁধিয়ে চামড়ায় বা রেক্সিন অথবা কাপড়ের মধ্যে সেলাই করে গলায় বেঁধে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ জ্বর দূরীভূত হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(৩) يَا غَفُوْرُ কাগজের মধ্যে ৩বার লিখে বা লিখিয়ে প্লাষ্টিক বাঁধিয়ে চামড়ায় বা রেক্সিন অথবা কাপড়ের মধ্যে সেলাই করে গলায় বা বাহুতে বেঁধে দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সব ধরণের জ্বর থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

(৪) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৩০বার কাগজের মধ্যে লিখে পানির বোতলের মধ্যে ঢেলে রোগীকে দিনে তিনবার একটু একটু করে পানি পান করান, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্বর (নেমে) চলে যাবে। প্রয়োজন অনুসারে আরো পানি মিশ্রিত করতে থাকুন। (চিকিৎসার সময়; আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

এমন জ্বরের রূহানী চিকিৎসা যা ঔষধে যায় না (সারে না)

(৫) আমল করার সময় রোগী সূতীর অর্থাৎ **(Cotton)** কাপড় পরিধান করবে। (কে.টি বা অন্যের তৈরীকৃত সূতা দিয়ে প্রস্তুত কৃত কাপড় যেন না হয়) এখন কোন বিশুদ্ধ কোরআন পাঠকারী অযু সহকারে প্রত্যেকবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে উঁচু আওয়াজে ২১ বার সূরাতুল কদর এভাবে পাঠ করবে যেন রোগী শুনতে পায়। রোগীকেও ফুক দিবে, আর পানির বোতলেও ফুক দিবে। রোগী সময়ে সময়ে তা (বোতল) থেকে পানি পান করা থাকবে। এ আমল তিন দিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চালাবেন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্বর সেরে যাবে।

ঘুম না আসার ২টি রূহানী চিকিৎসা

(৬) যার ব্যথা ও অন্যান্য কারণে ঘুম আসেনা, তবে তার পাশে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বেশি পরিমাণে পাঠ করার কারণে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার ঘুম এসে যাবে।

www.dawateislami.net

এমনকি **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থও হয়ে যাবে। (পাঠ করার আওয়াজ যেন রোগীর নিকট না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন)

(৭) যদি ঘুম না আসে তবে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১১বার পাঠ করে নিজের উপর ফুক দিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ঘুম এসে যাবে।

প্রাণীর কামড় ও এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার ৩টি রূহানী চিকিৎসা

(৮) যেখানে বিষাক্ত প্রাণী কামড় দিয়েছে, তার চারপাশে আঙ্গুল ঘুরাবে আর এক নিঃশ্বাসে ৭বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط পাঠ করে ফুক দিবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বিষের প্রভাব দূর হয়ে যাবে।

(৯) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১১বার লিখে বা লিখিয়ে জন্মের পর তাড়াতাড়ি গোসল করিয়ে বাচ্চাকে পরিয়ে দিলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বিষাক্ত প্রাণী ও আমাশয় রোগ থেকে রক্ষা পাবে।

(১০) যদি রাস্তায় কুকুর ঘেউ ঘেউ করে বা আক্রমন করে তবে يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ তিনবার পাঠ করে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ কুকুর চুপচাপ ফিরে যাবে।

জ্বিনের প্রভাবের ৩টি রূহানী চিকিৎসা

(১১) যে ব্যক্তি রাতে শোয়ার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط ২১বার পাঠ করে নেয়, ঐ রাতে সে সকল প্রকারের হঠাৎ দূর্ঘটনা, দুষ্ট জ্বিন ও মানুষের অনিষ্টতা ও আক্রমন এবং হঠাৎ মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

(১২) জ্বিনেধরা ব্যক্তি يَا اَللّٰهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ বেশি পরিমাণে পাঠ করতে থাকবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্বিন দূরীভূত হয়ে যাবে।

(১৩) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৪১বার লিখে বা লিখিয়ে প্লাষ্টিকে বাঁধিয়ে চামড়ায় বা রেক্সিন অথবা কাপড়ের মধ্যে সেলাই করে বাহুতে বেঁধে নিন বা গলায় পরিধান করে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ (জ্বিনের) প্রভাব সমূহ দূর হয়ে যাবে।

শোয়ার সময় কোন কিছু বিরক্ত করলে বা .....

(১৪) ঘুম না আসলে, ভয়ানক স্বপ্ন দেখা, ঘুমের মধ্যে শরীরে ভারী জিনিস পতিত হওয়া অনুভব করা। যেমন কেউ বুক চেপে ধরল, এমনকি জ্বিন, যাদু ইত্যাদি বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শোয়ার সময় সারা জীবন প্রতিদিন বিরতিহীন এই আমল করুন। উভয় হাতের তালু প্রশস্থ করে তিন কুল শরীফ (অর্থাৎ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস) একবার করে পাঠ করে ফুক দিয়ে মাথা, চেহারা, বুক, সামনে পিছনে যতটুকু হাত পৌঁছে সম্পূর্ণ শরীরে মালিশ করুন, তারপর দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এই ভাবেই করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর উপকারীতা নিজেই দেখতে পাবেন।

যাদুর ২টি রূহানী চিকিৎসা

(১৫) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১০১বার পাঠ করে যাদুগ্রস্থ (অর্থাৎ যাকে যাদু করা হয়েছে) তার উপর ফুক দিন বা লিখে ধূয়ে পান করিয়ে দিন, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যাদুর প্রভাব দূর হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

(১৬) রোগীর মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত আসমানী রঙ্গের সূতার এগারোটি (১১) দাগা (সূতা) দিয়ে মাফ নিন। ঐ এগারো দাগাকে দুইবার ভাজ করে নিন। এখন দাগার সাথায় একটি গিরা দিন, তারপর একবার সূরা ফালাক পাঠ করে ঐ গিরাতে ফুক দিন। সাথে সাথে কাউকে দিয়ে দিন। এমনভাবে এগারটি গিরা লাগানোর পর কিছু জ্বলন্ত কয়লায় রাখুন। (গ্যাসের চুলায় তাবা রেখেও জ্বালাতে পারবেন) যদি যাদু প্রভাব হয় তবে দূর্গন্ধ আসবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দূর্গন্ধ আসতে থাকে প্রতিদিন একবার এই আমল করতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যাদুর প্রভাব দূর হয়ে যাবে।

প্যারালাইসিস ও মুখ বাঁকা হওয়া রোগের ২টি রূহানী চিকিৎসা

(১৭) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ১১বার নতুন থালাতে লিখে পান করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্যারালাইসিস রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

(১৮) يَا اَللهُ ১০০বার শোয়ার সময় পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শয়তানের অনিষ্টতা এমনকি প্যারালাইসিসের আপদ থেকে রক্ষা পাবে।

মুখ বাঁকা হওয়া রোগের দেশীয় চিকিৎসা: আসল রিটা (দেশী ঔষধের দোকান থেকে) প্রয়োজন অনুসারে কেটে নিন, এখন খাঁটি মধু ঢেলে চনার সমপরিমাণ (গুলী বানিয়ে নিন) একটি করে গুলী সকাল সন্ধ্যা হালকা গরম দুধ চায়ের সাথে ব্যবহার করুন। কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস ব্যবহার করার পর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ হবে।

www.dawateislami.net

হেপাটাইটিসের রূহানী চিকিৎসা

(১৯) প্রত্যেকবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط এর সাথে সূরা কুরাইশ ১বার (শুরু শেষে ১১বার দরূদ শরীফ) পাঠ করে বা ফুক দিয়ে জমজম শরীফের পানি বা ঐ পানিতে যাতে জমজমের কিছু পানি মিশ্রিত রয়েছে তাতে ফুক দিন, আর প্রতিদিন সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায় পান করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ৪০ দিনের ভিতর সুস্থতা লাভ করবে। (শুধু একবার ফুক দেয়া পানি যথেষ্ট হবে, প্রয়োজন অনুসারে পানি মিশায়ে নিন)

জন্ডিসের (JAUNDICE) ৪টি রূহানী চিকিৎসা

(২০) ছোট বাচ্চার জন্ডিস হলে প্রত্যেক বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে সূরা ফাতিহা ২১ বার পাঠ করে পিয়াজের উপর ফুক দিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ করবে।

(২১) সূরা বায়্যিনাহ লিখে তাবীজ বানিয়ে গলায় পরিয়ে দিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জন্ডিস চলে যাবে।

(২২) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ (পারা- ২৮, সূরা- হাশর, আয়াত- ১) ১০১বার পাঠ করে পানিতে ফুক দিয়ে পান করানো জন্ডিসের জন্য اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ খুবই ফলদায়ক হবে।

(২৩) يَا حَسِيْبُ ৩০০বার পাঠ করে পানির উপর ফুক দিয়ে ২১ দিন পর্যন্ত পান করানোর দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জন্ডিস থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

দাঁতের ব্যথার ২টি রূহানী চিকিৎসা

(২৪) সূরা ইয়াসিনের এই আয়াত: سَلٰمٌ ۟ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿۵۸﴾ তিনবার পাঠ করে নিজের আঙ্গুলের উপর ফুক দিয়ে দাঁতে মালিশ করুন اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ দাঁতের ব্যথা চলে যাবে।

(২৫) يَا اَللهُ ৭বার কাগজের উপর লিখে বা লিখিয়ে তাবীজের মত ভাজ করে উত্তম হলো, প্লাষ্টিক বাঁধিয়ে চোয়ালের দাঁতের নিচে চিবানোতে اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ চোয়ালের ব্যথা চলে যাবে।

দাঁতের ব্যথার দেশীয় ব্যবস্থাপত্র: যদি মাড়িতে ব্যথা বা শিরশির করে অথবা পূজ আসে, তবে কমপক্ষে ৫ গ্রাম ফিটকিরি এক গ্লাস পানিতে গরম করে নিন। আর যখন ফিটকিরি গলে পানিতে মিশে যাবে, তখন তা দাঁত ও মাড়িতে লাগান। মাড়ির ব্যথা বা শিরশির করে অথবা পূজ এসে থাকলে اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ অনেক উপকার হবে।

দাঁতের ব্যথার অভিনব আমল

(২৬) যদি দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা হয় তবে অযু সহকারে সূরা কুরাইশ ২১বার পাঠ করে লবণে ফুক দিন। আর ঐ লবণ ব্যথা যুক্ত দাঁতে মালিশ করুন এবং দাঁতের মাঝখানে রাখুন, দিনে দুই তিনবার এই আমল করাতে اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ অনেক উপকার হবে।

www.dawateislami.net

পিত্তথলী ও কিডনীর পাথরের রূহানী চিকিৎসা

(২৭) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৪৬বার সাদা কাগজে লিখে পানিতে ধূয়ে পান করাতে পিত্তথলী ও কিডনীর পাথর টুকরো টুকরো হয়ে বের হয়ে যাবে। (চিকিৎসার সময়: আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

কাঁচা পেপের মাধ্যমে প্লীহা ও পিত্তের পাথরের রূহানী চিকিৎসা

কাঁচা পেপের উপর সাদা বা কালো লবণ লাগিয়ে নিন এবং সামান্য গুড়া মরিচ ছিটিয়ে দিন আর দিনে তিন বার (কমপক্ষে ১০ গ্রাম) খুব ভালভাবে চিবিয়ে খাবেন, চিবানোতে কষ্ট হলে পিষেও ব্যবহার করতে পারবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্লীহা ও পিত্তের পাথর বের হয়ে যাবে। অতিরিক্ত খাবেন না। কেননা, এটা ভারী হওয়ার কারণে দেরীতে হজম হয়। (যদিও তা অন্য খাবারকে হজম করতে সাহায্য করে)

কিডনী এবং প্রস্রাব জনিত রোগের রূহানী চিকিৎসা

(২৮) وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۴﴾ (পারা- ১২, সূরা- হুদ, আয়াত- ৪৪)

একটু একটু প্রস্রাব বার বার আসে তবে এর জন্য এই আয়াতে মোবারকা লিখে বা লিখিয়ে হাতে বাঁধবে বা গলায় পরিধান করবে, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ করবে।

www.dawateislami.net

(২৯) একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে প্রত্যেকবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে সূরা আলাম নাশ্‌রাহ ৭বার পাঠ করে তারপর শেষে ১বার দরূদ শরীফ পাঠ করে ফুক দিবেন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কিডনীর ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

(৩০) কিডনীর অসুস্থতার কারণে প্রস্রাব একটু একটু আসতে থাকে অথবা প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা থাকে, আর যদি কোন ঔষধে কাজ না হয়, তবে বৃষ্টির পানিতে অযু সহকারে প্রত্যেকবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে সূরা আলাম নাশ্‌রাহ ১১বার পাঠ করে ফুক দিন আর দিনে চারবার সকালে নাস্তার আগে, যোহরের সময়, আসরের পর, আর শোয়ার সময় তিন ঢোক করে পানি পান করুন, প্রত্যেকবার পান করার পূর্বে ৭বার দরূদে ইব্রাহীম পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কিডনীর রোগ আর প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রনা ইত্যাদি দূর হয়ে যাবে।

কিডনীর রোগের জন্য ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্র

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে তিন গ্রাম মিষ্টি সোডা পানি দ্বারা ব্যবহার করুন (ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে) পিপাষা থাকুক বা না থাকুক বেশি থেকে বেশি পানি ব্যবহার করুন। ১১ দিনের মধ্যে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রশান্তি এসে যাবে, যদি রোগ পুরাতন হয়, তবে ৪১ দিন পর্যন্ত এই চিকিৎসা করতে থাকুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

প্রস্রাবে রক্ত আসার রূহানী চিকিৎসা

(৩১) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۴﴾

(পারা- ২৮, সূরা- হাশর, আয়াত- ২৪)

কখনো কিডনীর বা প্লীহায় পাথরের কারণে বা গরম প্রভাব সৃষ্টিকারী বস্তু অধিক ব্যবহারের কারণে প্রস্রাবে রক্ত আসে। এমনকি লাল মরিচ অধিক ব্যবহার করার কারণে প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা হয়। রোগীর উচিত, গরম প্রভাব সৃষ্টিকারী বস্তু ও লাল মরিচ থেকে বেঁচে থাকা। প্রত্যেক দুই ঘন্টা পর পর শুরু শেষে তিনবার করে দরূদ শরীফের সাথে উপরোল্লিখিত আয়াত শরীফ তিনবার পাঠ করে পানিতে ফুক দিয়ে পান করে নিন। (চিকিৎসার সময়: আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

নাভীর রূহানী চিকিৎসা

(৩২) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ سَلٰمٌ ۟ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿۵۸﴾ **(পারা- ২৩, সূরা- ইয়াসিন, আয়াত- ৫৮)** কাগজের মধ্যে অযু সহকারে লিখে বা লিখিয়ে প্লাষ্টিক বাঁধিয়ে কাপড় বা অন্যকিছুতে সেলাই করে নাভীতে এমনভাবে বাঁধবেন যেন নাভীর নিচে না যায়। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ হবে।

স্বপ্নদোষের ২টি রূহানী চিকিৎসা

(৩৩) "সূরা নূহ" শোয়ার সময় একবার পাঠ করে নিজের উপর ফুক দিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্বপ্নদোষ হবে না।

www.dawateislami.net

(৩৪) শোয়ার সময় হৃদপিণ্ডের স্থানে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে يَا عمر লিখার অভ্যাস করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শয়তানের প্রবেশ থেকে নিরাপদ থাকবে আর স্বপ্নদোষ থেকে রক্ষা পাবেন।

চক্ষু রোগের ৩টি রূহানী চিকিৎসা

(৩৫) যদি চোখের জ্যোতি কমে যায় তবে ৪১বার يَا شَكُوْرُ পাঠ করে পানির উপর ফুক দিন, আর পানিগুলো চোখে মালিশ করুন। (চিকিৎসার সময়: আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

(৩৬) দৃষ্টি শক্তি দূর্বল হয়ে গেলে বা চলে গেলে يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا اَللّٰهُ يَا سَلَامُ ৪১বার (শুরু ও শেষে একবার দরূদ শরীফ) পাঠ করে উভয় হাতে পানি নিয়ে ফুক দিন, আর পানি মুখে দিন এবং চোখেও মালিশ করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে (চিকিৎসার সময়: ধারাবাহিক ভাবে ৭ দিন) মাদানী ফুল: মুখে দেওয়ার সময় কোন পবিত্র কাপড় ও অন্যান্য কিছু বিছিয়ে নিন, যেন ফুক দেওয়া পানির বেয়াদবী না হয়।

(৩৭) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার পাঠ করে আঙ্গুলের উপর ফুক দিয়ে নিজের চোখের উপর লাগান। এ আমল সারা জীবন অব্যাহত রাখুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্ধত্ব, দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা দূর হয়ে যাবে এমনকি সাদা ও কালো মোতি থেকেও রক্ষা পাবে।

www.dawateislami.net

কানের ব্যথার রূহানী চিকিৎসা

(৩৮) يَا سَمِيْعُ ২১বার (শুরু ও শেষে তিনবার দরূদ শরীফ) পাঠ করে রোগীর উভয় কানে ফুক দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কানের ব্যথা থেকে মুক্তি পাবে। (চিকিৎসার সময়: আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

সর্দি কফের রূহানী চিকিৎসা

(৩৯) প্রত্যেক বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে সূরা ফাতিহা তিনবার (শুরু শেষে তিনবার দরূদ শরীফ) পাঠ করে তিনদিন পর্যন্ত প্রতিদিন রোগীর উপর ফুক দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সর্দি, কফ থেকে মুক্তি পাবে।

হৃদ কম্পন বেড়ে যাওয়ার রূহানী চিকিৎসা

(৪০) সূরা ইয়াসিনের এই আয়াত: سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿۵۸﴾ ১০১বার শুরু ও শেষে তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করে বা পাঠ করিয়ে কোন খাবারে বা পানীয়তে ফুক দিয়ে খান বা পান করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ করবেন। (চিকিৎসার সময়: আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

হৃদপিণ্ডের ছিদ্রের রূহানী চিকিৎসা

(৪১) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৭৫বার পাঠ করে হৃদপিণ্ডের ছিদ্র সম্পন্ন বাচ্চার এমনকি যারা ভয় পায়, হৃদপিণ্ড ও বুকের সকল রোগীর বক্ষের উপর ফুক দিলে **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতে অনেক উপকার হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

বদনযরের ৩টি রূহানী চিকিৎসা

(৪২) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৬০বার পাঠ করে ফুক দিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বদনযরের প্রভাব দূরীভূত হয়ে যাবে।

(৪৩) সব জিনিস পানাহারের আগে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط পাঠ করে নেওয়ায় অভ্যস্থ ব্যক্তি, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বদনযরের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

বদনযর ও ব্যথার রূহানী চিকিৎসা

(৪৪) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ৭৮৬বার কাগজের মধ্যে লিখে (বা লিখিয়ে) তাবীজের মত ভাজ করে প্লাষ্টিক বাঁধিয়ে রেক্সিন বা কাপড় ইত্যাদির মধ্যে সেলাই করে বাহুতে বাঁধবে বা গলাই পরিধান করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বদনযরের প্রভাব দূরীভূত হয়ে যাবে। যার হাতে ও পায়ে ব্যথা হয়, তার জন্যও এই তাবীজ اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ খুবই উপকারী।

বদনযর ও সব ধরণের অনিষ্টতা থেকে বাচ্চাদের হিফাযতের জন্য

(৪৫) অযু সহকারে প্রত্যেকবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে তিনবার করে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস, (শুরু শেষে তিনবার দরূদ শরীফ) পাঠ করে বাচ্চার উপর ফুক দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বাচ্চার উপর বদনযর ইত্যাদি থেকে সুরক্ষিত থাকবে। (এই আমলটি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা অর্থাৎ দিনে দুইবার করবে)

www.dawateislami.net

মৃগীর ৩টি রূহানী চিকিৎসা

(৪৬) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ প্রতি দিন ৬৬বার পাঠ করে মৃগী রোগীর উপর ফুক দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। এছাড়াও জ্বর, সর্দি, কাঁশি, কফ সব ধরণের ব্যথা এবং চোখের রোগের জন্যও এই রূহানী চিকিৎসা খুবই উপকারী। (চিকিৎসার সময়: আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

(৪৭) يَا اللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ ৪০বার এক নিঃশ্বাসে পাঠ করে যে (ব্যক্তির) মৃগী রোগে খিচুনী চলে আসে তার কানে ফুক দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাড়াতাড়ি হুশে চলে আসবে।

(৪৮) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে সূরা শামস পাঠ করে মৃগী রোগীর কানে ফুক দেওয়াতে অনেক উপকার রয়েছে।

মাথার চুল ঝরে পড়ার রূহানী চিকিৎসা

(৪৯) অযু সহকারে প্রতিবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে ৪১বার সূরা লাইল পাঠ করে সরিষার তেল বা নারিকেল তেলে বোতলে ফুক দিয়ে দিন। প্রতিদিন শোয়ার সময় মাথায় ঐ তেল মালিশ করুন, কিছু দিন মালিশ করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চুল ঝরা বন্ধ হয়ে যাবে। দাঁড়ির চুলও যদি ঝরে যায় তবে এই আমল করাতে উপকার রয়েছে। (প্রয়োজন অনুসারে ঐ বোতলে আরো তেল মিশ্রিত করতে পারবেন)

www.dawateislami.net

মাথার টাক দূর করার আমল

যয়তুন তেলের মধ্যে এক চামচ মধু ও চুর্ণ দারুচিনি আধা চামচ মিশ্রিত করে মাথার টাকে লাগান। কিছুদিন ধারাবাহিক ভাবে ব্যবহার করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নতুন চুল গজানো শুরু হয়ে যাবে।

ফোস্কার রূহানী চিকিৎসা

(৫০) যদি শরীরের কোথাও ফোস্কা অর্থাৎ ফোলে যায়, তবে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৬৭বার লিখে বা লিখিয়ে নিজের কাছে রাখুন বা তাবীজ বানিয়ে পরিধান করে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ফোস্কা (বা ফোলা) দূর হয়ে যাবে।

ক্ষতিকর রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার রূহানী ব্যবস্থাপত্র

(৫১) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৭৬বার কাগজ ইত্যাদিতে লিখে বা লিখিয়ে জমজম শরীফের পানি দ্বারা ধূয়ে পানকারী اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ক্ষতিকর রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

কোমরের ব্যথার রূহানী চিকিৎসা

(৫২) ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে প্রতিবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে ৪১বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে নিন। (চিকিৎসার সময়: আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত) এক ব্যক্তির বর্ণনা মতে: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি এই রূহানী চিকিৎসা করেছি, ফলে আমার কোমরের ব্যথা চলে গেছে।"

www.dawateislami.net

অর্ধ বা পূর্ণ মাথা ব্যথার ৫টি রূহানী চিকিৎসা

(৫৩) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط পাঠ করে মাথায় ফুক দিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ব্যথা চলে যাবে। এটা কাগজের মধ্যে লিখে তাবীজ বানিয়ে মাথায় বাঁধার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।

(৫৪) يَا سَلَامُ **১১**বার পাঠ করে ফুক দিন, ৩বার বা ৭বার অথবা **১১**বার ঐ ভাবে পাঠ করে ফুক দিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **১১**বার সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার আগেই অর্ধ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। এই আমল পূর্ণ মাথা ব্যথার জন্যও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার দিবে।

(৫৫) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৬৫বার আসরের নামাযের পর পাঠ করে মাথায় ফুক দেওয়ার দ্বারা অর্ধ ও পূর্ণ মাথা ব্যথা **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় দূর হয়ে যাবে।

(৫৬) জিহ্বায় এক চিমটি লবণ রেখে **১২** মিনিট পর এক গ্লাস পানি পান করে নিন, মাথায় যে ধরণের ব্যথা থাকুক না কেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। (উচ্চ রক্ত চাপের রোগী এই চিকিৎসা করবেন না। কেননা, লবণ ব্যবহার তাদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে)

(৫৭) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَ السَّمَآءِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ بِيَدِهٖ شِفَآءٌ ط بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ط রোগীর মাথায় হাত রেখে ৩বার বা ৭বার এই দোয়া পাঠ করে ফুক দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

মাথা ব্যথা, মাথা চক্কর দেয়া এবং মস্তিষ্কে দুর্বলতার রূহানী চিকিৎসা

(৫৮) اُسْكُنْ سَكَّنْتُكَ بِالَّذِىْ لَهٗ مَافِى اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ط

যার মাথা ব্যথা রয়েছে বা মাথা চক্কর দেয় তার মাথায় ব্যথার জায়গায় হাত রেখে এই কলেমা ৭বার পাঠ করে ফুক দিন। ইসলামী বোন নিজের মাথার ব্যথার জায়গায় ধরবে এবং তার মুহরিম বা স্বামী পাঠ করে তার মাথায় ফুক দিবে। রোগী থেকে জিজ্ঞাসা করে নিন। যদি ব্যথা থাকে তবে দ্বিতীয়বার এই আমল করে নিন। কয়েক বার করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে এবং মস্তিষ্কের দূর্বলতা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু মস্তিষ্কের দূর্বলতার জন্য এটা জরুরী যে, এই আমল প্রতিদিন কোন এক সময় উদাহরণস্বরূপ- (প্রতিদিন দুপুর ১২ টায়) ৭দিন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে করা।

ধর্মীয় পরীক্ষায় সফলতার জন্য

(৫৯) ধর্মীয় মাদ্রাসার ছাত্র পরীক্ষায় সফলতার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর প্রতিবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে সূরা ইখলাস ১৬বার পাঠ করবেন। তারপর **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট পরীক্ষায় সফলতার জন্য দোয়া করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার সফলতা অর্জিত হবে। এই আমল নিজ দেশে বা বিদেশে বৈধ চাকুরী লাভের জন্য, ইন্টারভিওতে সফলতার জন্যও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ খুব ফলদায়ক।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

বিপদাপদ, রোগ সমূহ, রোজগারহীনতার ২টি রূহানী চিকিৎসা

(৬০) يَا سَلَامُ উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে অযু সহকারে পাঠ করতে থাকুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রোগ সমূহ, বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাবেন আর রোজগারে বরকত হবে।

(৬১) সর্বকালীন রোগী সব সময় يَا مُعِيْدُ পাঠ করতে থাকবে, **আল্লাহ্ তাআলা** সুস্থতা দান করবেন।

স্বামীকে নেক্কার ও নামাযী বানানোর জন্য

(৬২) স্বামী যদি মন্দ স্বভাবের হয় এবং ঘরে সব সময় ঝগড়া করে তবে স্ত্রী প্রতিবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে **১১**বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে পানিতে ফুক দিবে অতঃপর নিজ স্বামীকে পান করাবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্বামী সৎ পথে চলতে শুরু করবে। (স্বামী বা অন্য কেউ এই আমল করার সময় যেন জানতে না পারে অন্যথায় ভুল বুঝাবুঝির কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে) যখনি সুযোগ হয় এই আমল করে নিতে পারেন। ফুক দেওয়া পানি কুলারের পানির সাথে ঢেলে দিতে পারবেন। নিঃসন্দেহে স্বামী ছাড়া ঘরের অন্যান্য সদস্যরাও এর থেকে পানি পান করতে পারবে। প্রয়োজন অনুসারে আরো পানি মিশাতে পারবেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

ক্যান্সারের ৪টি রূহানী চিকিৎসা

(৬৩) শুরু শেষে ১১বার করে দরূদে ইব্রাহীম এবং মধ্যখানে সূরা মরিয়ম পাঠ করে পানিতে ফুক দিন। প্রয়োজন অনুসারে আরো পানি মিশাতে পারবেন। রোগী ঐ পানি সারা দিন পান করবে। এই আমল ৪০ দিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে করতে থাকবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ করবে। (অন্য কেউ পাঠ করে ফুক দিয়েও রোগীকে পান করাতে পারবেন)

(৬৪) এই আয়াতে করীমা اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۴﴾ **(পারা- ২৯, সূরা- মুলক, আয়াত- ১৪)** ২০২২বার (শুরু শেষে ১১বার দরূদ শরীফ) পাঠ করে ক্যান্সার রোগীর উপর ফুক দিন পানি ও ঔষধেও ফুক দিয়ে খাওয়ান, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অনেক উপকার হবে। (চিকিৎসার সময়: আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

(৬৫) ৭ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন অযু সহকারে يَا رَقِيْبُ ১০০বার (শুরু ও শেষে ১১বার দরূদ শরীফ) পাঠ করে ক্যান্সার রোগীর উপর ফুক দিন। যদি ক্ষত থাকে তবে তাতেও ফুক দিন। যদি ক্যান্সারের ক্ষত শরীরের ভিতরে বা পর্দার জায়গায় হয়, তবে ক্ষতস্থানে। কাপড়ের উপর ফুক দিন। যদি শরীরের বাইরে ক্ষত হয় তবে সরিষার তেলে ফুক দিন আর ঐ তেল রোগী ক্ষতস্থানে লাগাবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ক্ষত সুস্থ হয়ে যাবে এবং ক্যান্সার চলে যাবে।

(৬৬) যে কোন ধরণের ক্যান্সার হোক না কেন এক কিলো যয়তুন তেলের মধ্যে ১০০ গ্রাম হলুদ খুব ভালভাবে রান্না করে ছেঁকে রাখবে। রোগী সকল খাবারের পর ২০ ফোটা করে পান করে এর পরপর হালকা গরম পানি পান করে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

প্রতিদিন পেস্তা খান আর নিজেকে ক্যান্সার থেকে বাঁচান

এক নতুন গবেষনা অনুসারে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে পেস্তা খাওয়াতে ফুসফুসের ও আরো অনেক ধরণের ক্যান্সারের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। ক্যান্সারের উপর গবেষণাকারী "আমেরিকা এসোসিয়েশন" এর অধীনে বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুসারে পেস্তায় ভিটামিন **E** এর এক বিশেষ উপকরণ রয়েছে, যার মাধ্যমে ফুসফুস ক্যান্সার ও অন্যান্য ক্যান্সারের প্রতিরোধ করে।

স্মরণশক্তির জন্য ৪টি ওযীফা

(৬৭) يَا قَوِيُّ ১১বার পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর মাথার উপর ডান হাত রেখে পাঠ করবে। (জান্নাতী যেওর, ৬০৫ পৃষ্ঠা)

(৬৮) রাতে শোয়ার সময় يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام ৩বার পাঠ করে ৩টি কাট বাদামের মধ্যে ফুক দিন। একটি বাদাম ঐ সময়, একটি সকালে খালি পেটে, আর একটি দুপুরের সময় খাবে। বাবা মাও এই আমল করে বাচ্চাদের খাওয়াতে পারেন। (২১ দিন পর্যন্ত এই আমল করুন)

(৬৯) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৫৬৪বার পাঠ করে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে (হিফজ) স্মরণশক্তিতে সহজহার জন্য দোয়া করুন। চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ কোরআনুল করীম হিফজ হয়ে যাবে।

(৭০) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ একবার কাগজের মধ্যে লিখে তাবীজ বানিয়ে বাহুতে বাঁধবে বা গলায় পরিধান করবে, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ভুলে যাওয়ার রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

www.dawateislami.net

(৭১) يَا عَلِيْمُ ৭বার প্রত্যেকবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে সূরা আলাম নাশ্‌রাহ ২১বার পাঠ করে পানিতে ফুক দিয়ে যে বাচ্চার বা বড় কারো স্মরণশক্তি দূর্বল হয় তাকে পান করান। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণশক্তি মজবুত হয়ে যাবে।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা

(৭২) যদি স্বামীকে স্ত্রী কম ভালবাসে তবে স্বামী প্রতিদিন আসর নামাযের পর অযু সহকারে মিছরির কিছু অংশ রেখে يَا وَدُوْدُ ১০১বার (শুরু শেষে তিনবার দরূদ শরীফ) পাঠ করে নিজের স্ত্রীর ধ্যান করে তার বুকে ফুক দিয়ে দিবে। যদি স্বামী কম ভালবাসে তবে স্ত্রী এই আমল করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্বামী স্ত্রী একে অপরকে ভালবাসতে শুরু করবে। (এই আমল শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার জন্য, আর তা চুপে চুপে করবে। না স্বামী স্ত্রী একে অপরকে বলবে, না অন্য কেউ জানবে। কেননা, ভুল বোঝাবুঝির কারণে ক্ষতি হতে পারে)

বাচ্চার মানসিক দূর্বলতার রূহানী চিকিৎসা

(৭৩) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط ৭৮৬বার (শুরু শেষে তিনবার দরূদ শরীফ) পাঠ করবে (বা পাঠ করাবে), এক বোতল পানিতে ফুক দিয়ে রেখে দিবে। আর ঐ পানি প্রতিদিন খালি পেটে সকালে আর শোয়ার সময় বাচ্চাকে পান করাতে থাকবে। প্রয়োজন অনুসারে পানি মিশানো যাবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মেধাশক্তি প্রখর হয়ে যাবে। (চিকিৎসার সময়: আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

এপেন্ডিসের রূহানী চিকিৎসা

(৭৪) আয়াতুল কুরসী ১১বার এবং يَا عَظِيْمُ ৭বার (শুরু শেষে তিনবার দরূদ শরীফ) পাঠ করে এক চিমটি লবনের উপর ফুক দিয়ে তা পানিতে ঢেলে পান করে নিন। এই আমল দিনে তিনবার করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এপেন্ডিস দূর হয়ে যাবে।

মৃগীর খিচুনির রূহানী চিকিৎসা

(৭৫) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط ـ الٓمّٓصٓ طٰسٓمٓ كٓهٰيٰعٓصٓ يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ حٰمٓ عٓسٓقٓ نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ـ অযু সহকারে তিনবার পাঠ করে রোগীর উপর ফুক দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মৃগীর খিচুনী বন্ধ হয়ে যাবে।

বদনযরের রূহানী চিকিৎসা

(৭৬) একবার সূরা কাউসার পাঠ করে বাচ্চার ডান গালে ফুক দিন, দ্বিতীয়বার সূরা কাউসার পাঠ করে বাম গালে আর তৃতীয়বার পাঠ করে কপালে ফুক দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বদনযর চলে যাবে। (শুরুতে তিনবার দরূদ শরীফ একবার আউযু আর প্রতিবার সূরা কাউসারের শুরুতে সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ্ পাঠ করতে হবে)

(৭৭) তিনবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط পাঠ করে ৭বার এই দোয়া بِسْمَ اللّٰهِ, اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا ـ পাঠ করে যার উপর বদনযর পড়েছে তার উপর ফুক দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বদনযর দূরীভূত হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(৭৮) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ৭বার, একবার আয়াতুল কুরসী, ৩বার সূরা ফালাক, ৩বার সূরা নাস, (ফালাক ও নাস পাঠ করার আগে সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ্ পাঠ করতে হবে) শুরু ও শেষে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে ৩টি শুকনো মরিচের উপর ফুক দিবে। তারপর ঐ মরিচগুলোকে রোগীর মাথার চার পাশে ২১বার ঘুরিয়ে চুলোতে দিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বদনযরের প্রভাব দূরীভূত হয়ে যাবে।

ব্লাড প্রেসারের ২টি দেশীয় চিকিৎসা

(১) ৪টি কড়ি পাতা এক কাপ পানির মধ্যে সারা রাত রেখে দিন, সকালে খালি পেটে ঐ ৪টি থেকে ২টি চিবিয়ে খেয়ে নিন এবং এরপর এ পানি পান করে নিন। (বাকী দুই কড়ি পাতা তরকারী ইত্যাদিতে ব্যবহার করে নিন) اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রনে চলে আসবে। বরং একদিনের মধ্যেও পার্থক্যটা অনুভব হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই চিকিৎসার মাধ্যমে ব্লাড প্রেসার রোগীর চেহারাও উজ্জ্বল হবে।

(২) প্রয়োজন অনুসারে করলা কেটে বিচিসহ শুকিয়ে নিন, তারপর তা পিষে পাউডার বানিয়ে নিন। সকাল সন্ধ্যা আধা চামচ করে খাওয়ার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার এবং কোলস্ট্রল স্বাভাবিক হয়ে যাবে। (চিকিৎসার সময়: আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২১ রজবুল মুরাজ্জব, ১৪৩৬ হিঃ
১১-০৫-২০১৫ইং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন মাজীদ		আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	আল মুজালিসা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	ইহ্ইয়াউল উলুম	দারু সাদের, বৈরুত
আবু দাউদ	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	উয়ুনুল হিকায়াত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	মিনহাজুল কাসেদীন	দারুত তাওফীক দামেশক
ইবনে মাজাহ	দারুল ফিকির, বৈরুত	রদ্দুল মুখতার	দারুল মারেফা বৈরুত
মুয়াত্তা ইমাম আহমদ	দারুল মারেফা বৈরুত	মলফুজাতে আ'লা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
মুজাম আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মুসনাদুল বাজ্জাজ	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদীনা শরীফ	জান্নাতী যেওর	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	১৫২ রহমত ভরী হেকায়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
আল মুসতাদরাক	দারুল মারেফা বৈরুত	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত		

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বুযুর্গদের আলোচনার আদব

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অসুস্থতার কারণে টেক লাগানো অবস্থায় ছিলেন, তাঁর সামনে যখন হযরত ইব্রাহীম বিন তাহমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর (উত্তম) আলোচনা করা হল, তখন তিনি তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে গেলেন। আর বলতে লাগলেন: নেক্কারদের আলোচনার সময় টেক লাগিয়ে বসা উচিত নয়।

(তারিখে বাগদাদ লিল খাতীব আল বাগদাদী, ১০৮ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা) তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৪২৯৫৩৮৩৬
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net